জীবননগরে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্মপ্রকাশ

জীবননগরে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার সময় হাসাদহ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সুরকার ও গীতিকার এম এ খালেক আকন্দর আত্বপ্রকাশ ঘটে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য শফিকুল ইসলাম নান্নু, হাসাদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জুম্মত মন্ডল, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আতিয়ার রহমান, হাসাদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

সরকারি জমিতে ভাগ্যিমানের ঘর

আলমডাঙ্গার কুমারী গ্রামে সরকারি জমির ওপর বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রামের ভাগ্যিমানের বিরুদ্ধে। তিনি আদালতের রায়ের অপেক্ষা না করেই সরকারি জমিতে রীতিমত বাড়ি বানিয়ে ফেলেন। দিনে দিনে বাড়ি বানিয়ে ফেললেও সরকারের কেউ দেখছেন না বলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার কুমারী গ্রামের ভেটেরিনারীর সামনের সরকারি জায়গায় বাড়ি বানিয়ে প্রায় শেষের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন একই গ্রামের মৃত ইয়াছিন মালিথার ছেলে ভাগ্যিমান মালিথা। আজ বুধবার বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, জায়গাটি সরকারি নয় দাবি করে ভাগ্যিমান আদালতে ওই জমির

একটি দলিলও দাখিল করেছেন বলে জানান। তবে আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষ না করেই তিনি ওই জমিতে বাড়ি বানানো শুরু করেন এবং দিনে দিনে বাড়িটি ছাদ পর্যন্ত উঠে যায়। এখন ঢালাইয়ের কাজ বাকি রয়েছে। বুধবার সেই ঢালাইয়ের কাজও সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা সরকারি জায়গায় অবাধে বাড়ি বানানো দেখে রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করে স্থানীয়রা বলেছেন, সরকারি জমিতে এতবড় একটি বাড়ি হয়ে গেল কিন্ত দেখার কেউ নেই।

এ ব্যাপারে ভাগ্যিমানের ছেলে শাহিনুর রহমান জানান, আমার দাদা মৃত ইয়াছিন মালিথা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ছিলেন। জায়গাটি আমার দাদা এক হিন্দু মালিকের কাছ থেকে কিনেছিলেন। কিন্ত সরকারের নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছিল। দলিলও হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক খোঁজাখুজির পর আমরা দলিল পেয়েছি। সেই দলিল আদালতে দাখিল করেছি।

কোন হিন্দু মালিকের কাছ থেকে জমি কিনেছিলেন জানতে চাইলে তিনি জমির মালিকের নাম বলতে পারেননি।

আদালতের সিদ্ধান্ত না জেনেই কেন বাড়ি বানিয়ে ফেললেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি পরে আপনার সাথে কথা বলব।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি নেতা শরীফের রোগমুক্তির জন্য দোয়া মাহফিল

মঙ্গলবার বাদ মাগরিব চুয়াডাঙ্গা রজব আলী সুপার মার্কেটে অবস্থিত জেলা বিএনপির কার্যালয়ে জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ এর রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা ভি জে স্কুল মসজিদের পেশ ইমাম সাহেব।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, আবু বক্কর সিদ্দিক আবু, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহামুদুর রহমান পল্টু, জেলা সে¦চ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, জেলা বিএনপির নেতা মনিরুজ্জামান লিপটন, জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চিতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বিপ্লব,

পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি খায়রুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কুদ্দুস মহলদার, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোহাম্মদ রাজিব খান, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিমুল হাবিব সেলিম, আলোকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি শেরেগুল ইসলাম বিশ্বাস,

সদর থানা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক তরিকুল আলম জোয়ার্দার বিলু, পৌর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক ইয়াছিন হাসান কাকন, জেলা যুবদলের সদস্য নাজমুল হক নাজমুল, আব্দুর রশিদ, বেল্টু,

জেলা সে¦চ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান মুক্ত, শামসুল হক ঝন্টু, প্রচার সম্পাদক মাবুদ সরকার, অর্থ সম্পাদক হাবিবুর রহমান রাজিব, তাঁতি বিষয়ক সম্পাদক মহাসিন আলী, সদর থানা যুবদলের নেতা ইমরান মহলদার রিন্টু, হাফিজুর ইসলাম হ্যাপি, সদস্য রুবেল হাসান, আব্দুল সামাদ, তুহিন ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, আরিফ আহমেদ শিপল, জেলা ছাত্রদলের নেতা এম এইস মোস্তফা, শাহাবুদ্দিন, সোহেল সিদ্দিকী সোহেল, রফিক, আরিফুল, ছোটন, আকাশ।

আলমডাঙ্গার খেজুরতলা গ্রাম থেকে কৃষকের গরু চুরি

আলমডাঙ্গার খেজুরতলা গ্রাম থেকে একটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গরু চুরির ঘটনায় পরিবারটি দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার খেজুরতলা গ্রামের ক্ষুদ্র কৃষক বজলুর রহমানের ছেলে স্বপন বাড়িতে গরু লালন-পালন করে আসছিলেন। গরুর দাম একটু বাড়লেই তিনি সেটি বিক্রি করে আবারও অল্প দামে একটি গরু কিনে থাকেন।

গতকাল সোমবার রাত দেড়টার দিকে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি গোয়াল ঘরের দিকে যান। এ সময় তিনি দেখতে পান গোয়াল ঘরে গরু নেই। আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করেও তিনি গরুটি আর পাননা। স্বপন তার পুঁজি ৮০ হাজার টাকার গরুটি চুরি যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

আরএমও ডা. শামীম কবীরের পদোন্নতি লাভ

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) ডা. শামীম কবীরকে পদোন্নতি দিয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার (ইউ.এইচ.এন্ড.এফ.পি.ও) কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

গত ৫ নভেম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (পার-২) ডা. মোঃ জাফরুল হোসেন ও পরিচালক (প্রশাসন) ডা. শেখ মোহাম্মদ হাসান ইমাম সাক্ষরিত আদেশে এ পদোন্নতি দেয়া হয়।

ডা. শামীম কবীর বলেন, সোমবার এই আদেশের কপিটি পেয়েছি। আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে সদর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করা ইচ্ছা আছে।

প্রসঙ্গত, ডা. শামীম কবীর ২০১৭ সালের ১৩ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সদর হাসপাতালের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি নিজ উদ্যোগে সদর হাসপাতালে ফুলের বাগান করেছেন।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থী ফারুকের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী মতিয়ার রহমান ফারুকের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে শহরের কাছারিবাজারে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কাছারিবাজার আড়ত কমিটির সভাপতি ইমরুল কায়েসের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রার্থী মতিয়ার রহমান ফারুক, বিশেষ অতিথি ছিলেন কাছারিবাজার আড়ত কমিটির সহ-সভাপতি মঈনুল হোসেন, উপজেলা মৎস আড়ত মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক হিমেল,

কাঁচামাল ব্যবসায়ী খন্দকার মোশারফ হোসেন, মাসুদ সালেহীন উৎপল, আবু মুনছুর, শ্রী অনীল কুমার, সাইদুর রহমান বকুল, আনছার আলী, মোহাম্মদ আলী, আব্দুল হুদা, সাদ আহমেদ, কামাল আলী, উমর আলী, লাল্টু আলী, আলাউদ্দিন, আনোয়ার। সভাটি পরিচালনা করেন পৌর আওয়ামীলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ।

চুয়াডাঙ্গায় বাড়তি দামে সার বিক্রির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গায় বাড়তি দামে টিএসপি ও ডিএপি সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ডিলাররা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাড়তি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। টিএসপি সারে বস্তা প্রতি অতিরিক্ত ৫০০-৬০০ টাকা এবং ডিএপি সারে বস্তাপ্রতি অতিরিক্ত ২০০-৩০০ টাকা নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কৃষককে কোনো ক্যাশ মেমো দেয়া হচ্ছে না।

আবার অনেক সময় সারের সংকট দেখিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে চাষীদের।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হানুরবাড়াদী গ্রামের কৃষক মোঃ ঝলক জানান, কয়েকদিন আগে ডিঙ্গেদহ বাজার থেকে ১ হাজার টাকা মূল্যের টিএসপি সার ১ হাজার ৭৪০ টাকা দিয়ে কিনেছি। যেসকল কৃষক বাড়তি দামের বিষয়ে অভিযোগ করছেন তাদের সার নেই বলে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। জমিতে সারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে চাষীরা বাড়তি দামে সার কিনছেন। ডিঙ্গেদহ বাজারের বিসিআইসি সার ডিলার আনছার আলীর ঘরে গিয়ে মজুদ তালিকায় দেখা যায় ১১৩ বস্তা টিএসপি এবং ৬৬৯ বস্তা ডিএপি সার রয়েছে। ডিলার আনছার আলী জানান, অন্য জায়গা থেকে বাড়তি দামে সার কিনতে হচ্ছে তাই বাধ্য হয়ে কিছুটা বাড়তি দামেই বিক্রি করতে হচ্ছে ।

গড়াইটুপি বাজারের সার ডিলার আনোয়ার হোসেন বলেন, আমার কাছে দেশি ডিএপি সার নেই। চায়না ডিএপি সার বিক্রি করছি ১ হাজার টাকা বস্তা।

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি মীর মহিউদ্দিন বলেন, বেশি দামে সার বিক্রির কথা আমিও শুনেছি। বিষয়টি জানার পর সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রির জন্য ডিলারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আলী হাসান জানান, জেলার কোথাও সারের সংকট নেই। ডিলারদের কাছে যথেষ্ট মজুদ আছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে ইতোমধ্যেই প্রশাসনিকভাবে খোজখবর নেয়া শুরু হয়েছে।

সতের বছরেও পায়নি প্রয়োজনীয় জনবল

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ১০০ শয্যায় উন্নীত হওয়ার সতের বছরেও পায়নি প্রয়োজনীয় জনবল। আগের ৫০ শয্যার জনবল দিয়েই চলছে কার্যক্রম। ১০০ শয্যা অনুযায়ী ৪২ জন চিকিৎসকের বিপরীতে বর্তমানে ডেপুটেশনে আসা ৪ চিকিৎসকসহ কর্মরত আছেন মাত্র ২২ জন। এতে

চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খেতে হয় চিকিৎসক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. শামীম কবির জানান, বর্তমানে ৫০ শয্যার বিপরীতেই মেডিসিন, ইএনটি, চর্ম ও যৌন, অ্যানেসথেসিয়া ও চক্ষুসহ পাঁচজন কনসালটেন্টের পদ খালি আছে। পূরণকৃত পদের মধ্যে ৪ জন ডেপুটেশনে এসে দায়িত্ব পালন করছেন। তারা স্বপদে ফিরে গেলে চিকিৎসক সংকট আরো বাড়বে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ৫০ শয্যার হাসপাতালটি ২০০৩ সালে ১০০ শয্যায় উন্নীত হয়। সে হিসেবে এ হাসপাতালে ৪২ জন চিকিৎসক ও ১০৮ জন নার্স-কর্মকর্তা-কর্মচারী পাওয়ার কথা। যার মধ্যে একজন তত্ত্ববধায়ক, ১০ জন সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ১১ জন জুনিয়র কনসালট্যান্ট, একজন আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও), ৬ জন মেডিকেল অফিসার, ১১ জন সহকারী সার্জন, ১ জন ডেন্টাল সার্জন ও ১ জন মেডিকেল অফিসার (হোমিও) পদ থাকার কথা।

কিন্তু হাসপাতালটি ১০০ শয্যায় উন্নীত হওয়ার সতের বছরেও এর প্রয়োজনীয় জনবলের অনুমোদন পাইনি। ১০০ শয্যার অনুকূলে চিকিৎসকসহ জনবল অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য সিভিল সার্জনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে দফায় দফায় পত্র দেওয়া হলেও কার্যত কোনো লাভ হয়নি।

এদিকে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ১৫০ শয্যার নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। সেখানে নতুন করে ১০ জন চিকিৎসক যোগদান করেছেন। তবে এখানে অতিরিক্ত কোনো নার্স পাওয়া যায়নি। এছাড়া, সিভিল সার্জন, আরএমও এবং মেডিসিন কনসালটেন্ট পদে দায়িত্বরতরা হাসপাতালের পাশাপাশি করোনা বিভাগে বাড়তি দায়িত্ব পালন করছেন।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান বলেন, এ বিষয়ে আমরা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে বারবার যোগাযোগ করেছি। তারাও একাধিকবার প্রয়োজনীয় জনবলের তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

বর্তমানে বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে অর্থ-মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ সাপেক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

জীবননগরে ৯৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

জীবননগরে বিজিবি সদস্যেরা মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৯৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ।

গতকাল সোমবার সকালে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধিনস্ত জীবননগর বিওপির হাবিলদার মখলেসুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর বিওপির সামনে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ।

এ সময় দামুড়হুদা উপজেলার হুদা পাড়ার মিরাজুল ইসলামের ছেলে মাদক চোরাকারবারী মোঃ সেমিক হাসানকে ৯৮ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ১ টি মোবাইল এবং ২ টি ব্যাগসহ আটক করা হয়।

আটককৃত আসামীকে মাদকদ্রব্যসহ জীবননগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাস্ক ছাড়া দাপ্তরিক সেবা ও বাজারে বেচাকেনা বন্ধ

‘মাস্ক ছাড়া দাপ্তরিক সেবা ও বাজারে বেচাকেনা হবে না’ বলে ঘোষণা দিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

রবিবার সকালে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন। এসময় তিনি বলেন, সারা বিশে^র অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে আসন্ন শীতে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।

এ কারণে এখন থেকেই সচেতন হতে হবে। এজন্য মাস্ক ছাড়া সব ধরণের দাপ্তরিক সেবা ও বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে।

জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান।